মতিঝিল এবং গুলশান বর্ষা মৌসুমে ডুবে থাকবে!

মতিঝিল শাপলা চত্তরে নৌকায় করে যাতায়াত

রিপোর্ট **বদরুল আলম নাবিল**

রাজধানী ঢাকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুটি এলাকা হচ্ছে মতিঝিল এবং গুলশান। দেশের প্রায় সকল ব্যাংক, বীমা এবং বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর হেড অফিস মতিঝিলে। অন্যদিকে গুলশান হচ্ছে অভিজাত আবাসিক এলাকা, বিদেশী দূতাবাস পাড়া। তাছাড়া সম্প্রতি কয়েক বছরে গুলশান এলাকায় গড়ে উঠেছে বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল ও ন্যাশনাল কোম্পানিগুলোর অফিস। তাই বাণিজ্যিকভাবেও গুলশান এখন ঢাকার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ এলাকা।

ঢাকা তথা বাংলাদেশের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি এলাকায় বেশির ভাগ জায়গা এবারের বন্যায় ডুবে যেতে দেখেছি। মতিঝিল শাপলা চত্বরের পাশ দিয়ে মানুষ নৌকায় যাতায়াত করেছে। চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের অতিবর্ষণের সময়ে অবস্থার আরো অবনতি হয়েছিল। মতিঝিলে অবস্থিত দেশের প্রধান শেয়ার বাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অফিস আদালতের নিচতলায় হাঁটুর ওপরে পানি উঠে গিয়েছিল। এই দুটি এলাকারই পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা সুপরিকল্পিতভাবে করা হয়নি। যদিও মতিঝিল এলাকার পানি নিষ্কাশনের জন্য যে ড্রেনেজ ব্যবস্থা আছে তা যথেষ্ট বলে সাপ্তাহিক ২০০০-এর কাছে দাবি করেছেন ঢাকা ওয়াসা ড্রেনেজ বিভাগ-১-এর নির্বাহী প্রকৌশলী কাজী আবুল কাশেম। গুলিস্তান, সেগুনবাগিচা, রমনা, ইস্কাটন, মতিঝিল প্রভৃতি এলাকার পানি নিষ্কাশন হয় সেগুনবাগিচা খাল দিয়ে। সেগুনবাগিচা খালটি এখন আর খাল নেই। এটি এখন একটি তিন কিলোমিটার দীর্ঘ কালভার্ট। যেটি মাটির নিচ দিয়ে সেগুনবাগিচা ওয়াসার মোড় থেকে শুরু হয়ে ফকিরাপুলের মধ্য দিয়ে নটরডেম কলেজ এবং মতিঝিলের মধ্যবর্তী স্থানে রাস্তার ওপর অবস্থিত দৃশ্যমান কালভার্টটির নিচ দিয়ে, কমলাপুর নতুন স্টেডিয়ামের সঙ্গে স্লুইস গেট পর্যন্ত কালভার্টটি বিস্তৃত। তারপর স্লুইস গেট দিয়ে পানি বের হয়ে ঝিরানি খাল, ত্রিমোহনি এবং সবশেষ ধোলাইখাল হয়ে পানি গিয়ে বালু নদীতে পড়ে। সেগুনবাগিচা থেকে স্টেডিয়াম সংলগ্ন স্লুইস গেট পর্যন্ত মাটির নিচের কালভার্ট দিয়ে পানি প্রবাহ মোটামুটি স্বাভাবিক থাকলেও এর পরের খালগুলো অধিকাংশ জায়গায়ই দখল হয়ে ভরাট হয়ে গেছে। মুগদা এলাকায় খাল ভরাট করে তার ওপরে হাজার হাজার বাড়ি ঘর উঠে গেছে। ফলে পানি নিষ্কাশিত হওয়ার জায়গা পাচ্ছে না। ঢাকার অর্ধেক এলাকার পানি নিষ্কাশিত হওয়ার একমাত্র পথ এই খাল। বেদখল হয়ে যাওয়ায় ঐসব এলাকায় জলাবদ্ধতা ক্রমশ দীর্ঘায়িত হচ্ছে।

অন্যদিকে মতিঝিল এলাকার প্রধান সমস্যা হচ্ছে এলাকার সবগুলো জলাধার বেদখল ও নষ্ট হয়ে গেছে। বৃষ্টির পানি নিষ্কাশিত হওয়ার আগে কোথাও নেমে যাওয়ার জায়গা পাচ্ছে না। সর্বশেষ মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পেছনে যে ঝিলটি ছিল তা ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে গেছে।

মতিঝিল এলাকার প্রধান সমস্যা হচ্ছে এলাকার সবগুলো জলাধার বেদখল ও নষ্ট হয়ে গেছে। বৃষ্টির পানি নিষ্কাশিত হওয়ার আগে কোথাও নেমে যাওয়ার জায়গা পাচ্ছে না। সর্বশেষ মতিঝিলে বাংলাদেশ ব্যাংকের পেছনে যে ঝিলটি ছিল তা ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে গেছে

বৃষ্টির পানি নিষ্কাশিত হওয়ার পদ্ধতি হচ্ছে বৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পানি, রাস্তাঘাট এবং ঘর বাড়ি থেকে আশপাশের জলাধারগুলোতে (ডোবা, নালা, পুকুর, খাল) নেমে যাবে সেখান থেকে আস্তে আস্তে ড্রেন দিয়ে নদীতে নেমে যাবে। কিন্তু মতিঝিল ফকিরাপুল, গুলিস্তান, সেগুনবাগিচা, ইস্কাটন প্রভৃতি এলাকায় আর কোনো জলাধার অবশিষ্ট নেই। ফলে একটু বেশি বৃষ্টি হলে এসব এলাকায় রাস্তাঘাটে পানি উঠে যাচ্ছে।

গুলশান এলাকার সমস্যা এর বিপরীত। এখানে জলাধার এখনো আছে কিন্তু সে জলাধার থেকে বা অন্য কোনো দিক থেকে পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। গুলশান ১, ২ মহাখালীসহ বিস্তীর্ণ এলাকার বৃষ্টির পানি এবং বর্ষা এসে পড়ে গুলশান লেকে। এই পানি লেকের মহাখালী অংশে অবস্থিত ছোট কালভার্টের নিচ দিয়ে নিকেতন আবাসিক এলাকায় সরু ফাঁকফোকর দিয়ে আড়ং-এর পাশের কালভার্ট দিয়ে ঝিলে পড়ে রামপুরা ব্রিজের নিচ দিয়ে বের হয়ে যায়। প্রথমত নিকেতন আবাসিক এলাকার কারণে পানি নিষ্কাশনের পথ অত্যন্ত সরু হয়ে গেছে। অন্যদিকে রামপুরা ব্রিজের পরের নিচু এলাকা অপরিকল্পিতভাবে ভরাট করে হাজার হাজার দালান কোঠা তৈরি হয়েছে, ফলে পানি নিষ্কাশনের পথ প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে।

তারপর গুলশান, মহাখালী, টিটিপাড়া প্রভৃতি বিস্তীর্ণ এলাকার বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশনের সব লাইন এই গুলশান লেকের সঙ্গে। এই বর্জ্যের কারণে লেকের পানি যেমন বিষাক্ত হয়ে পড়ছে তেমনি লেকটি ক্রমশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে। এরপরে আছে দখলদারিত্ব। আমরা সরেজমিনে অনুসন্ধান করে দেখেছি গুলশান লেকের দুই তৃতীয়াংশ জায়গা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান দখল করে নিয়েছে। তারা পিলার বা বাঁশের বেড়া দিয়ে মালিকানা সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে। কিন্তু রাজউক ও সরকার নির্বিকার। কেউ কেউ লেকের অংশবিশেষ দখল করে আকাশ ছোঁয়া দালান তৈরি করে। চারদিকে দখল হয়ে যাওয়ায় দিন দিন লেকের প্রশস্ততা কমে আসছে। কোথাও কোথাও লেকের ঠিক মাঝখানেও পিলারের সঙ্গে মালিকানা সাইনবোর্ড ঝুলছে। এভাবে চলতে থাকলে আগামী ৩/৪ বছরের মধ্যে গুলশান লেক ইতিহাস হয়ে যাবে। তখন বিস্তীর্ণ এলাকার পানি কোথায় নামবে? কীভাবে নিষ্কাশিত হবে? তখন একটু বৃষ্টি হলেই ডুবে যাবে পুরো গুলশান এলাকা। রাজধানীর সবচেয়ে অভিজাত এলাকা প্রতি বর্ষা মৌসুমে সবার আগে পানিতে তলিয়ে যাবে। এবং এই কৃত্রিম বন্যা এক সময় পুরো বর্ষা মৌসুম স্থায়ী হতে পারে যদি এখনই জরুরি ব্যবস্থা না নেয়া হয়।

এজন্য প্রথমেই গুলশান লেক দখলমুক্ত করতে হবে। অন্যদিক দিয়ে আলাদা বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে লেকের সঙ্গে বর্জ্য ও পয়ঃনিষ্কাশনের যেসব লাইন আছে তা বন্ধ করে দিতে হবে। নিকেতন হয়ে রামপুরার দিকে পানি নিষ্কাশনের যে পথ আছে সেটি অবাধ করার সঙ্গে সঙ্গে পানি নিষ্কাশনের বিকল্প ড্রেনেজ তৈরি করতে হবে। অন্যথায় ভয়াবহ পরিণতি অপেক্ষা করছে। গুলশানের মতো এমন একটি সুন্দর লেক যদি বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় না হয়ে অন্য কোনো দেশে হতো তবে নিঃসন্দেহে এটিকে নগরবাসীর পর্যটন ও বিনোদন স্পট হিসেবে গড়ে তোলা হতো। চারদিকে সুন্দর রাস্তা তৈরি করে বোটিং, ভাসমান রেস্টুরেন্ট প্রভৃতি করে একে দর্শনীয় করে তোলা হতো। কিন্তু আমরা প্রতিদিন একটু একটু করে এই সুন্দর জলাধারটিকে গলা টিপে মারছি। এভাবে চলতে থাকলে সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন পুরো বর্ষা মৌসুম ঢাকা ডুবে থাকবে বর্ষার পানিতে।

ছবি : **আনোয়ার মজুমদার**

গুলশান লেকের মাঝখানে অবৈধ বস্তিঘর

মতিঝিল বাংলাদেশ ব্যাংকের পেছনের ঝিলটির বর্তমান জির্ণ দশা

জলাবদ্ধতার সঙ্গে সঙ্গে আবর্জনা একাকার হয়ে বিষাক্ত করে তুলেছিল রাজধানীর পরিবেশ